প্রতিমন্ত্রীকে পুনরায় কটুক্তি করা হলে দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়া হবে- যুবলীগ নেতা মৃদুল

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপিকে কটুক্তি করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা করেছে জেলা যুবলীগের একাংশ। পুনরায় কটূক্তি মূলক বক্তব্য দেওয়া হলে দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়ার হুশিয়ারি দেয় নেতারা।

সোমবার বিকালে জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুলের নেতৃত্বে কমিউনিটি সেন্টার থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিল শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত পথসভা করা হয়।

সভায় সরফরাজ হোসেন মৃদুল বলেন, গত ৫ ফেব্রুয়ারি মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টারে বর্ধিত সভার নামে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নামে যে ধরনের কটূক্তি করা হয়েছে সেটি অত্যন্ত ন্যাক্কার জনক।

অবিলম্বে এই ধরনের বক্তব্য যদি প্রত্যাহার না করা হয় তাহলে আমরা কঠোর কর্মসূচি দেবো। ফরহাদ হোসেন একজন সচ্ছ রাজনীতিবিদ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের যোগ্যতায় প্রতিমন্ত্রী বানিয়েছেন। আমরা মেহেরপুরবাসি সবাই জানি ছহিউদ্দিন পরিবারের সন্তানরা কেমন। ভবিষ্যতে এই ধরনের বক্তব্য দেওয়া হয় তাহলে দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়া হবে।

মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চান্দু বলেন, আওয়াশীলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি যদি ছহিউদ্দিন না হয় তবে কে? মেহেরপুরে যদি একটি পরিবার সচ্ছ আওয়ামীলীগের রাজনীতি করে সেটি হলো ছহিউদ্দিন পরিবার।

আমরা যুবলীগ সবসময় সচ্ছ রাজনীতির সাথে আছি, ফরহাদ হোসেনের সাথে আছি।

গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোসারফ হোসেন বলেন, মেহেরপুর জেলার চারটি যুবলীগের ইউনিট প্রতিমন্ত্রীর সাথে আছে। গত ৫

ফেব্রুয়ারি প্রতিমন্ত্রীকে নিয়ে যে ধরনের কথা বলা হয়েছে সেটি কোন আওয়ামীলীগের নেতা বলতে পারেনা। তাদের উচিৎ এই মূহর্তে ফরহাদ হোসেনের কাছে মাফ চাওয়া।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন শহর আওয়ামীলীগের সভাপতি শেখ কামাল, সদর উপজেলা যুলীগের সাবেক সভাপতি আনোয়ার হোসেন, জেলা যুবলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান হিরন, যুবলীগর নেতা একে আজাদ সাগর, বারিকুল ইসলাম লিজন সহ আরও অনেকে। যুবলীগের বিভিন্ন ইউনিটের নেতা কর্মিরা বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহন করে।

উল্লেখ, গত ৫ ফেব্রুরায়ি মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টারে শহর আওয়ামীলীগের বর্ধিত সভায় প্রতিমন্ত্রীকে বিষদগার করে বক্তব্য দেন নেতারা।

মেপ্র/ইএম

প্রতিমন্ত্রীকে অবাঞ্চিত করার হুঁশিয়ারি, ডিসিকে নিরপেক্ষ থাকার আহবান

মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগ আয়োজিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে নানা মাত্রিক কর্মসূচী বিষয়ক বিশেষ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। বর্ধিত সভায় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপিকে অবাঞ্চিত করার হুঁশিয়ারিসহ তার বিরুদ্ধে বিষেদাগারমুলক বক্তব্য প্রদান করেন আওয়ামী লীগ নেতৃবন্দরা। একই সঙ্গে মেহেরপুর জেলা প্রশাসককে কালা জাহাঙ্গীর আখ্যা দিয়ে তাঁকে সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালন করার আহবান জানান।

গতকাল বুধবার বিকালে মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টার মিলনায়তনে এ বিশেষ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল

রাজনীতি করি? আগামী ৬ মার্চের মধ্যে মেহেরপুর, গাংনী, মুজিবনগরে কাউন্সিল হতে পারে। সেখানে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটবে নেতা কর্মিদের মধ্য থেকেই।
উনি একটি অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, মেহেরপুর শহরকে প্যারিস বানাবো। আমাদের গর্বে বুক ভরে গেলো। আমাদের মন্ত্রী শহরকে উন্নত করবেন। কিন্তু আজ তিনি পৌরসভার উন্নয়ন কাজকে বাধা দিচ্ছেন। বারবার তদন্ত কমিটি পাঠাচ্ছেন। উনি বলেন তাঁর বাবা নাকি জেলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কিন্তু তার নানাও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। তাহলে উনার পিতা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত সভাপতি হলেন। তিনি বিভিণ্ন স্থানে বলে বেরাচ্ছেন বঙ্গবন্ধু নাকি মেহেরপুরে দুই বার এসেছিলেন। তার বাড়িতে এসে খেয়েছেন। বঙ্গবন্ধু মেহেরপুরে একবারই এেেসেছন।
তিনি আরো বলেন, তার বাবা ছহিউদ্দিন নাকি ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে ছিলেন। কিন্তু ওই সময় তিনি আমাদের সাথে বেতাই ক্যাম্পে ছিলেন। আগামি ৬ মার্চের মধ্যে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন সংগঠনের কাউন্সিল হবে। আপনি ঘরে বসে ছাত্রলীগের কমিটি দিচ্ছেন। এগুলো বন্ধ করেন। আগামীতে সকল কাউন্সিলে কাউন্সিলরদের মাধ্যমে কমিটি গঠন করা হবে। যদি আপনি প্রকিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন তাহলে আপনাকে অবাঞ্চিত ঘোষনা করতে বাধ্য হতে হবে।
আগামীতে আপনিও যদি আওয়ামী লীগের সভাপতি না থাকেন সেটাও মেনে নিয়ে আওয়ামী লীগের রাজনীতি করতে হবে। আজ যদি আপনার মন্ত্রীত্ব শেখ হাসিনা কেড়ে নেয় কি করবেন তখন। আপনার ভাই আপনার বাড়িতে বসে গণফোরাম গঠন করেছিলেন।
আগামী কাউন্সিল হবে নেতৃত্বের বিকাশ হবে। আওয়ামী লীগের দুরবস্থা দুর হবে। আগামি দিনে ওই পেতাত্মার হাত থেকে আওয়ামী লীগকে রক্ষা করতে হবে।

শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলী বলেন, আমরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ করি। ২০১৪ সালে এই এমপির জন্য ১০ মিনিট করে বুঝিয়ে আমরা ভোট চেয়েছে। ২০১৮ সালে আমরা আবার যখন ভোট চাইতে গিয়েছি আর বোঝাতে পারিনাই। আবার সেই এমপি। আজ আপনি এমপি হয়েছেন, মন্ত্রী হয়েছেন। আমাদের কোন অসুবিধা নাই। কিন্তু যাদের কারণে আপনি আজ এখানে তাদেরকে মুল্যায়ন করতে হবে। আজ আপনি মন্ত্রী হয়ে নৌকার মেয়রকে, নৌকার উপজেলা চেয়ার্যম্যানকে, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে বিভিন্ন কাজে বাধা দিচ্ছেন। জেলা প্রশাসককে দায়িত্ব দিয়েছেন। জেলা প্রশাসক আজ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হয়ে গেছেন। ডিসি সাহেব আপনি সরকারি

কর্মকর্তা। আপনি নিরপেক্ষ থাকবেন।

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন মেহেরপুর পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজিভ, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, সাফুয়ান আহমেদ রুপক, জেলা যুবলীগের সদস্য মিজানুর রহমান জনি, জেলা যুবলীগের সাবেক সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল,জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা, সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম আহবায়ক মাহফিজুর রহমান পোলেন, সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল হোসেন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি জুলফিকার আলী, আবু মোর্শেদ মোহন শোভন, কুদরত ই খুদা রুবেল, সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা প্রমুখ।
অনুষ্ঠানে শতশত আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও মহিলা কর্মীরা অংশগ্রহণ করেছেন।

মেপ্র/ইএম

ইসির অভ্যন্তরীণ বিষয় বাহিরে প্রকাশ যুক্তিযুক্ত নয়: হানিফ

নির্বাচন কমিশনের (ইসি) অভ্যন্তরীণ বিষয় বাহিরে প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত নয় বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব উল আলম হানিফ।

হানিফ বলেছেন, ‘ইসির অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো বাহিরে প্রকাশ করাটা কোনো মতেই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। যিনি বা যারা অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে মিডিয়ার সামনে কথা বলেন দেশবাসী মনে করেন, এটা তার অযোগ্যতা অদক্ষতাই প্রমাণ করে।’

গতকাল বুধবার সকালে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজে বৃক্ষরোপন কর্মসূচির উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তিনি।

আওয়ামী লীগের এই নেতা বলেন, ‘ইসির কেউ যদি মনে করেন কাজ করার মতো সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন তার সেই যোগ্যতা নেই। সেই পথও তার জন্য খোলা আছে। ইচ্ছে করলে তিনি অবসরে যেতে পারেন।’

আরেক প্রশ্নের জবাবে হানিফ বলেন, ‘বিএনপির বিক্ষোভ আন্দোলন বিএনপিই ভালো জানে। এটা নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। জনগণও এটা নিয়ে ভাবছে না।’

‘বিএনপি গত জাতীয় নির্বাচনের পর হরতাল ডেকেছিল। জনগণ ভোটের দিক থেকে যেমন বিএনপিকে প্রত্যাখ্যান করেছে আন্দোলনের দিক থেকেও প্রত্যাখ্যান করেছে। এই দলটাই জনগণ প্রত্যাক্ষিত দল। এদের কর্মসূচি নিয়ে আওয়ামী লীগের ভাবার কোনো প্রশ্নই উঠে না। জনগণও ভাবে না।’

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. এস এম মুসতানজীদ, মেডিকেল কলেজের ডাক্তার, শিক্ষার্থী, জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দসহ সিভিল সার্জন অফিসের কর্মকর্তারা।

মেপ্র/আরপি

মেহেরপুর শহর আওয়ামীলীগের বিশেষ বর্ধিত সভা

মেহেরপুর শহর আওয়ামীলীগের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে বিশেষ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকালে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টার মিলনায়তনে শহর আওয়ামীলীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ বর্ধিত সভায় উপস্থিত আছেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি গোলাম রসুল, জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি অ্যাড. মিয়াজান আলী, মেহেরপুর পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন, সাবেক শিক্ষা বিষয়ক

সম্পাদক আব্দুল মান্নান, শহর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলীসহ আওয়ামীলীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা বক্তব্য দেন। মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন মেহেরপুর জেলা মহিলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদিকা লাভলি ইয়াসমিন, মেহেরপুর পৌরসভার ৭ নম্বও ওয়ার্ড কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজিভ, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, সাফুয়ান আহমেদ রুপক, জেলা যুবলীগের সদস্য মিজানুর রহমান জনি, জেলা যুবলীগের সাবেক সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল,জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা, সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবকলীগের যুগ্ম আহবায়ক মাহফিজুর রহমান পোলেন, সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল হোসেন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি জুলফিকার আলী, আবু মোর্শেদ মোহন শোভন, কুদরত ই খুদা রুবেল, সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা প্রমুখ।
অনুষ্ঠানে শতশত আওয়ামীলীগ নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেছেন।

নির্বাচন বিএনপির লক্ষ্য নয়-ইনু

নির্বাচন বিএনপির লক্ষ্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু।

তিনি বলেন, নির্বাচনকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোলাটে করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বেকাদায় ফেলায় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

তিনি গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে এগারোটায় কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার পাহাড়পুর লক্ষিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নতুন ভবনের উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

হাসানুল হক ইনু বলেন, নির্বাচনকে ব্যবহার করে একটি রাজনৈতিক নিন্মচাপ ও ঘুর্ণিঝড় তৈরী করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিএনপি।

এজন্য তারা নির্বাচনকে নির্বাচন হিসেবে না দেখে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অযুহাত তৈরী করতে চায়। জাতির পিতা, সংবিধান ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে যারা কথা বলে না, তারা কোন প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার যোগ্যতা রাখেনা বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

এসময় জাসদ কেন্দ্রীয় নেতা মো: আব্দুল্লাহ, মিরপুর উপজেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক আহমেদ আলী, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) রকিবুল ইসলামসহ স্কুল কমিটির সদস্য ও জাসদ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেপ্র/ আরপি

ঢাকায় বহিরাগত গুণ্ডা জড়ো করছে বিএনপি: ওবায়দুল কাদের

নির্বাচনে কেন্দ্র দখলের পরিকল্পনা নিয়ে বিএনপি ঢাকায় বহিরাগত ‘গুণ্ডাদের’ জড়ো করছে বলে অভিযোগ তুলেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

তিনি বলেন, বহিরাগত অস্ত্রধারীদের ঢাকায় জড়ো করা হচ্ছে কেন্দ্র দখলের জন্য। তারা পাঁয়তারা করছে বহিরাগত গুণ্ডাদের জড়ো করে নির্বাচনের পরিবেশকে ক্ষুণ্ণ করতে। পুলিশের বিরুদ্ধেও তারা তাদের স্বশস্ত্র মহড়া দিতে চায়। এ বিষয়গুলো তারা প্লান করে রেখেছে। আমাদের কাছে খবর আছে।

মঙ্গলবার বিকালে আওয়ামী লীগ সভাপতির ধানমণ্ডির রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ সব কথা বলেন। এই বিষয়ে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বানও জানান তিনি।

তিনি বলেন, আমরা নির্বাচন কমিশনের (ইসি) কাছে উদ্বেগের সঙ্গে বলছি যে, নির্বাচন অবাধ-সুষ্ঠু অনুষ্ঠানে ইসিকে স্বাধীন ও কর্তৃত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে শেখ হাসিনা সরকার সব ধরনের সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত। কিন্তু এই যে একটা অবস্থা আজকে বহিরাগত স্বশস্ত্র

ব্যক্তিদের ঢাকায় জড়ো করছে। এর বিরুদ্ধে তো প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেয়া উচিত। তল্লাশি করে ব্যবস্থা নেয়া উচিত। এই দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের।

ওবায়দুল কাদের বলেন, নির্বাচনকে যদি তারা (বিএনপি) সত্যি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ করতে চায় তাহলে ইলেকশনের পরিবেশ তাদের বজায় রাখতে হবে। পরিবেশ বিঘ্নিত করতে পারে- এমন সব অপশক্তির ব্যাপারে ইসিকে এখন থেকেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ নিতে হবে।

বিদ্রোহী প্রার্থীদের বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, ‘ইট ইজ আওয়ার ইন্টারন্যাল মেটার। লিভ ইট টু আওয়ার পার্টি। লিভ ইট টু আওয়ার ডিসিপ্লিন কমিটি।’ এটা আপনাদের আলোচনার বিষয় হতে পারে না। এটা ছেড়ে দিন। এদের বিদ্রোহী বলছেন, এরা তো আর মারামারি করে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি বা নির্বাচনের পরিবেশকে ব্যাহত করছে না। এমন কোনো খবর এ পর্যন্ত আছে? আমরা অভ্যন্তরীণভাবে এটা মোকাবিলা করছি।

গোপীবাগে সংঘর্ষে ঘটনা বিএনপি কূটনীতিকদের অবহিত করেছে। এই বিষয়ে আওয়ামী লীগ কূটনীতিকদের বিষয়টি জানাবে কিনা- জানতে চাইলে দলটির সাধারণ সম্পাদক বলেন, আমাদের প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশনে গিয়ে আমাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেছে। পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে আমিও এই ব্যাপারে বক্তব্য দিয়েছি। দলের পক্ষ থেকে প্রেস ব্রিফিংও করা হয়েছে। ওই ঘটনার কিছু ভিডিও ফুটেজ এসেছে।

তিনি আরও বলেন, সরকারের হাতে নির্বাচন সংক্রান্ত আইনশৃঙ্খলা বিষয়ে কোনো দায়িত্ব নেই। এই দায়িত্ব পুরোপুরি ইসির হাতে। আমরা পরিষ্কার বলেছি- এই ব্যাপারে সঠিক তদন্ত করে সত্য উদঘাটিত করা হবে। সেখানে যারাই অপকর্মকারী বা অপরাধী তাদের শাস্তির বিধান কার্যকর করতে হবে।

এ সময় একজন কাউন্সিলর প্রার্থীর পক্ষে দু’জন সংসদ সদস্যের নির্বাচনী প্রচারে নামার খবরের বিষয়ে ওবায়দুল কাদেরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এর প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, নির্বাচনের পরিবেশ ক্ষুণ্ণ হলে এটা দেখার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। তারা তদন্ত করে তথ্যের উদঘাটন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন। এই ব্যাপারে পার্টি হিসেবে আমাদের কোনো আপত্তি নেই।

সংবাদ সম্মেলনের আগে দলের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করেন ওবায়দুল কাদের। এ সময় এক মাসের মধ্যে সম্পাদকীয় উপ-কমিটির

সুত্র-যুগান্তর

লালদীঘিতে ২৪ জনকে হত্যা মামলায় ৫ জনের ফাঁসি

চট্টগ্রামের লালদীঘিতে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার জনসভায় ২৪ জনকে হত্যা মামলার রায় ঘোষণা করা হয়েছে। রায়ে পাঁচজনের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

সোমবার বিকালে চট্টগ্রামের বিশেষ জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক চট্টগ্রাম জেলা ও দায়রা জজ মো. ইসমাইল হোসেন এ রায় ঘোষণা করেন।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত চার আসামি কারাগারে আছেন। অপর আসামি ইন্সপেক্টর জেসি মণ্ডল পলাতক।

এর আগে রোববার আদালতে রাষ্ট্রপক্ষের যুক্তি উপস্থাপন করা হয়। গত ১৪ জানুয়ারি মামলাটির সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয়।

প্রসঙ্গত ১৯৮৮ সালের ২৪ জানুয়ারি লালদীঘি মাঠে আওয়ামী লীগের জনসভা শুরুর আগে শেখ হাসিনাকে বহনকারী ট্রাক আদালত ভবনের দিকে আসার সময় গুলিবর্ষণ শুরু হয়। এতে ২৪ জন মারা যান। গুলিবর্ষণের সময় মানববেষ্টনী তৈরি করে শেখ হাসিনাকে আইনজীবী সমিতি ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়।

এ ঘটনায় ১৯৯২ সালে আইনজীবী মো. শহীদুল হুদা বাদী হয়ে মামলা করেন। ১৯৯৭ সালে মামলার প্রথম অভিযোগপত্র এবং অধিকতর তদন্ত শেষে ১৯৯৮ সালে দ্বিতীয় দফায় অভিযোগপত্র দেয়া হয়।

রাজমিস্ত্রিকে ছাত্রলীগ সভাপতি করায় নেতাদের পদত্যাগ

দানিছুর রহমান বাবু নামের এক রাজমিস্ত্রিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সদর উপজেলার নাটাই দক্ষিণ ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি করায় তাঁর সঙ্গে রাজনীতি করায় অনীহা জানিয়ে পদত্যাগ করেছেন ওই ইউনিয়ন ছাত্রলীগের ‘অধিকাংশ’ নেতা।

কমিটি গঠনের দুই সপ্তাহ পর গতকাল শনিবার কমিটি থেকে পদত্যাগ করে তাঁরা বিষয়টি জেলা ছাত্রলীগ নেতাদের অবহিত করেছেন। একই সঙ্গে সাংবাদিকদের কাছে প্রেস বিজ্ঞপ্তিও পাঠিয়েছেন।

জানা গেছে, চলতি বছরের ৩ জানুয়ারি দানিছুর রহমান বাবুকে সভাপতি ও মেহেদী আলম আরিফকে সাধারণ সম্পাদক করে নাটাই দক্ষিণ ইউনিয়ন ছাত্রলীগের ২৫ সদস্যের কমিটি ঘোষণা করা হয়।

সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি কাজী খাইরুল আলম ও সাধারণ সম্পাদক মো. তরিকুল ইসলাম রায়হান এ কমিটি ঘোষণা করেন।

এই কমিটির সহসভাপতি সাইফুল ইসলাম রোমান, নজরুল ইসলামসহ ১৩ নেতা গতকাল সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেন, আহ্বায়ক কমিটি কিংবা জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের আওয়ামী লীগ, যুবলীগ নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই রাতের আঁধারে পকেট কমিটি গঠন করা হয়। যাঁকে সভাপতি করা হয়েছে তিনি সম্পূর্ণ অশিক্ষিত ও পেশায় রাজমিস্ত্রি।

ঘোষিত কমিটিতে সহসভাপতি পদে থাকা সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা চেয়েছিলাম সম্মেলনের মাধ্যমে কমিটি করতে। কিন্তু কাউকে কিছু না বলেই হুট করে কমিটি ঘোষণা করা হয়। রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নয়, এমনকি লেখাপড়া না জানা একজন রাজমিস্ত্রিকে সভাপতি করায় সবার মাঝে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে।’

পদত্যাগী সহসভাপতি নজরুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের রাজনীতিতে বিশ্বাস করি। স্থানীয় সংসদ সদস্য র. আ. ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরীর নেতৃত্বে আমরা কোনো পদ ছাড়াই কাজ করে যাব।

রাজমিস্ত্রির সঙ্গে থেকে আমরা ছাত্রলীগের রাজনীতি করতে পারি না।’

এ বিষয়ে দানিছুর রহমানের বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি। গতকাল সন্ধ্যা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত তাঁর মোবাইল ফোন নম্বরে বেশ কয়েকবার কল করা হলেও সেটি বন্ধ পাওয়া যায়। তবে ঘনিষ্ঠজনরা জানিয়েছেন, দানিছুর স্নাতক শ্রেণিতে পড়ছেন।

এ ব্যাপারে সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. তরিকুল ইসলাম রায়হান বলেন, স্থানীয় কোন্দলের কারণে এখন এসব কথা বলা হচ্ছে। আর সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি কাজী খাইরুল আলম বলেন, পদ না পেয়ে এখন এসব কথা বলা হচ্ছে।

তবে জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাদৎ হোসেন শোভন বলেন, সভাপতি যদি লেখাপড়া জানা লোক না হয়ে থাকে তাহলে বিষয়টি ঠিক হয়নি। এ বিষয়ে খোঁজ নেওয়া হবে।

জেলা সভাপতি মো. রবিউল হোসেন রুবেল বলেন, ‘ওই ইউনিয়নের কমিটি করতে জেলা ছাত্রলীগের কোনো পরামর্শ নেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

সূত্র: কালের কণ্ঠ

আরো পড়ুন:গাংনী ছাত্রলীগের কমিটি স্থগিত হওয়ায় আনন্দ মিছিল

গাংনী ছাত্রলীগের কমিটি স্থগিত হওয়ায় আনন্দ মিছিল

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের নব গঠিত কমিটিকে স্থগিত ঘোষনা করেছে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ। শনিবার এ সংক্রান্ত একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয় ও সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্য স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় মেহেরপুর জেলা শাখার অন্তর্গত গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের নব গঠিত কমিটির

বিরুদ্ধে বিশৃংখলা সৃষ্টির অভিযোগে উক্ত কমিটির সকল কার্যক্রম স্থগিত করা হলো।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয় তাদের অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ে সোহান খান ও আরিফুজ্জামান আল ইমরানকে দিয়ে দুই সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

ঐ তদন্ত কমিটিকে আগামী সাত (০৭) কার্য দিবসের মধ্যে সুপারিশসহ তদন্ত প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় সেলে জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়।

এদিকে নতুন কমিটি স্থগিত হওয়ায় গাংনী উপজেলার পদ বঞ্চিত ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা তাৎক্ষনিক ভাবে আনন্দ মিছিল বের করে। সন্ধ্যার দিকে মিছিলটি গাংনী শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে শহীদ রেজাউল চত্বরের ট্রাফিক আইল্যান্ডে এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে নেতা কর্মীরা বলেন, এ কমিটি স্থগিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে আমাদের আন্দোলন সফলতার মুখ দেখছে।

নেতা কর্মীরা মনে করেন স্থগিত হওয়া কমিটি যেহেতু রাজাকার পুত্র ও জামায়াত বিএনপি পরিবারের পুত্রকে সভাপতি সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। সেহেতু আমাদের কেন্দ্রীয় নেতারা ঐ কমিটিকে বিলুপ্ত করে নতুন করে আওয়ামী লীগের পরিবার থেকে নেতা কর্মীদের দিয়ে নতুন কমিটি করার সিদ্ধান্ত দেবেন।

মেপ্র/ আরপি

ছাত্রলীগ নেতার বিনা বেতনের পাঠশালা

দুস্থ গরিব ও অসহায় শিক্ষার্থীদেরকে বিনা পয়সায় কোচিং করিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ অবদান রাখছেন গাংনী উপজেলার ছাত্রলীগ নেতা ওয়াজ্জেল হোসেন।

গত ৫ বছর যাবৎ তিনি নিজ উদ্যোগে চালিয়ে আসছেন বিনা বেতনের

কসবা গ্রামের ৯ম শ্রেনীর ছাত্রী ছাদিয়া জানায়, পিতা মাতার অভাবের সংসারে প্রাইভেট পড়ানোর খরচ যোগাতে না পারায় লেখা পড়ায় পিছিয়ে পড়ছিলাম। ওয়াজ্জেল ভাইয়ের কাছে বিনা বেতনে পড়ে আমি এবছর অনুষ্ঠিত পরিক্ষায় ভাল ফলাফল করেছি। তবে তার এ মানবিকতা দেখে সরকারি সহযোগীতা থাকলে বড় পরিসরে লেখা পড়ার কার্যক্রম চালাতে পারবে।

৯ম শ্রেণীর আর এক ছাত্রী মারিয়া জানায়, বিদ্যালয়ে লেখা পড়া করে শুধু মাত্র পাশ করা যায়, কিন্তু ভাল ফলাফল করা যায়না। তার দিন মজুর পিতার কাছে প্রাইভেট পড়ানোর কথা বল্লে পিতা অপারগতা জানায়। আমার প্রতিবেশী এক বান্ধবির কাছে আমার হতাশার বিষয়টি জানালে সে আমাকে ওয়াজ্জেল হোসেন ভাইয়ের কাছে নিয়ে আসে এবং সেখানেই শুরু করি বিনা বেতনে কোচিং।

শুধু মারিয়া নয় প্রায় অর্ধ শতাধিক শিক্ষার্থী এখানে লেখা পড়া করছে। প্রতিদিন সকালে ওয়াজ্জেল হোসেনের বাড়ির উঠানে বসে কোচিং- কাচাদের পাঠশালা। সেখানে প্রাথমিক পড়ুয়া প্রায় অর্ধশতাধিক ছেলে মেয়ে পড়া লেখা করে।

আরো পড়ুন্: বামন্দীতে পল্লী বিদ্যুৎ এর এজিএম কে প্রাণ নাশের হুমকিতে লিটন মেম্বরের নামে মামলা

দীর্ঘ ৫ বছর ধরে ওয়াজ্জেল তার অবৈতনিক পাঠশালা পরিচালনা করে আসছেন। ছোট বেলা থেকেই ওয়াজ্জেলের স্বপ্ন ছিলো সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষকে নিয়ে কিছু করার। সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে ওয়াজ্জেল হোসেন বিনা বেতনে এলাকার গরিব দিনমজুরের ছেলে মেয়ে ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পাঠদানে মনোনিবেশ করতে পেরে খুব সাচ্ছন্দ বোধ করেন।

ওয়াজ্জেল হোসেন নিজেও একজন ছাত্র। সে বি.এ বি.এস.এস ক্লাশে লেখা পড়া করছেন। নিজের লেখা পড়ার পাশাপাশি অন্যকে শিক্ষিত করতে শ্রম দিয়ে যাচ্চেন। সেই সাথে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক হিসেবে ইউনিয়ন ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি এলাকার অসহায় গরিব মানুষকে অর্থিক সহায়তা ছাড়াও বিভিন্ন ভাবে সহযোগীতা করছেন। স্থানীয় মানুষের কিছু হলেই ওয়াজ্জেল হোসেন ছুটে যান তাদের পাশে।

স্থানীয় উপকার ভোগীরা জানান, দিন দিন ওয়াজ্জেলের কাছে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বর্তমানে পাঠদানের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত জায়গা ও চেয়ার-টেবিল। এসবের ব্যাবস্থা করতে পারলে শতশত শিক্ষার্থী উপকৃত হবে।

আরো পড়ুন্: সাড়ে ৩ বছরের শিশু রাজাকারের তালিকায়!

ওয়াজ্জেল হোসেন জানান, অর্থের অভাবে যেন একটি শিক্ষার্থী লেখা পড়ায় পিছিয়ে না থাকে এ জন্য তার এ বিনা বেতনের পাঠশালা অব্যাহত থাকবে। তিনি আরো বলেন আমি দেখিয়ে দিতে চাই বাংলাদেশ ছাত্রলীগ গরিব অসহায় ও সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষকে এগিয়ে নিতে প্রাণপন চেষ্টা করছে। ভালকাজ করে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের মুখ উজ্জল করার পাশাপাশি এলাকার উন্নয়ন করতে চাই। তাই মনে হয়েছে এলাকার মানুষকে শিক্ষিত করতে পারলেই এলাকার উন্নয়ন হবে। যে সব শিক্ষার্থী আামার কাছ থেকে সুবিধা নিচ্চে তারাও একদিন বড় হয়ে এলাকার মানুষের পাশে দাঁড়াবে।

এ ব্যাপারে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান বলেন, ওয়াজ্জেল হোসেন তার বাড়িতে বিনা বেতনের যে পাঠশালা চালাচ্ছেন তাতে অনেক মানুষ উপকৃত হচ্ছে। সে যাতে বড় পরিসরে কিছু করতে পারে সে ব্যাপারে তাকে সার্বিক সহযোগীতা করা হবে। তিনি আরো বলেন শুধু ওয়াজ্জেল হোসেন নয় ভাল কাজ করার জন্য সমাজের বিত্তবানদেরও এগিয়ে আসা উচিৎ।

মেপ্র/ইএম